প্রথমতঃ, আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে বিশ্বায়নের প্রভাবে নয়া উদার নীতিবাদ মুখ্য প্রতর্ক (discourse) হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে— একথা ঠিক, সাম্প্রতিককালে জাতীয় অর্থনীতি অনেকখানিই বিশ্ব অর্থনীতির সঙ্গে একীভূত হয়েছে। কিন্তু রাষ্ট্রের ভূমিকা সম্পূর্ণ অবলুপ্ত হয়েছে, একথা মেনে নেওয়া কঠিন— শুধুমাত্র, এর কার্যাবলীর প্রকৃতি পরিবার্তিত হয়েছে। দ্বিতীয়ত, গিলের 'ঐতিহাসিক মিলনক্ষেত্র' যথার্থই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কিনা, এ নিয়ে আরও গবেষণার সুযোগ থাকলেও, আন্তর্জাতিক স্তরে রাষ্ট্র, অতিরাষ্ট্রিক সংস্থা এবং আন্তর্জাতিক ও স্থানীয় এলিট্ গোষ্ঠীর মধ্যে নয়াউদারনীতিবাদ সম্পর্কে একটি ঐক্যমত গড়ে উঠেছে, একথা অস্বীকার করা কঠিন।

৩.৫ বিশ্ব-সুশাসনের তত্ত্ব (Theory of Global Governance) ঃ

প্রশ্ন হল ঃ সাম্প্রতিক পর্যায়ের বিশ্বায়নের ধারা কি আন্তর্জাতিক সম্পর্কের তত্ত্বের ক্ষেত্রে নতুন কোন ধারার সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে? এখানে উল্লেখ্য, ১৯৮০-র শেষভাগে ও ১৯৯০-এর প্রথম ভাগ থেকেই আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে নতুন কয়েকটি তাত্ত্বিক ধারণার আবির্ভাব ঘটে যারা বিশ্বায়নের ধারাটিকে তত্ত্বের আঙ্গিকে বিচার করতে সচেষ্ট হয়েছিল। এর মধ্যে অন্যতম ধারাটি হল বিশ্ব সুশাসনের (Global Governance) ধারনা। সুশাসন বা 'Governance' শব্দটি অত্যন্ত প্রাচীন হলেও, ১৯৮০-র শেষ এবং ১৯৯০-এর প্রথম ভাগ থেকেই সমাজবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এই ধারণাটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। 'সুশাসন' শব্দটি কখনও ব্যবহৃত হয়েছে সরকারী প্রশাসনের সমান্তরাল ভাবে, কখনও ব্যবহৃত হয়েছে সরকারী নিয়ন্ত্রণের অন্যতম বিকল্প হিসেবে, আবার কখনও বা ব্যবহৃত হয়েছে ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বিভিন্ন সংস্থার অনুস্তরে (micro-level) ব্যবহারিক দিক হিসেবে। কিন্তু ১৯৮০-র শেষভাগ বা ১৯৯০-এর প্রথম ভাগ থেকে এই শব্দটির সংজ্ঞা নিয়ে বিতর্কের সৃষ্টি হয়। মূলত, দুটি ধারার উল্লেখ করা যায়। একদিকে বিশ্বব্যাংক তার ১৯৯৪-এর World Development Report-এ সুশাসনের বৈশিষ্ট্য হিসেবে নিম্নোক্ত দিকগুলির উল্লেখ করে ঃ স্বচ্ছতা (transparency), পেশাদারিত্ব (professionalism), দায়বদ্ধতা (accountability), নাগরিকের অংশগ্রহণ (participation) এবং সাম্য (equality) বা আইনের অনুশাসন (rule of law)। নিঃসন্দেহে এই বৈশিষ্ট্যগুলোর এবং তার যথাযথ প্রয়োগ হলে, 'সুশাসন' নিয়ে কোন বিতর্কের সৃষ্টি হয় না। কিন্তু বিশ্বব্যাংকের ২০০২-এর World Development Report-এ সুশাসনের প্রকৃতি ও উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলা হয়— সুশাসনের বৈশিষ্ট্য হল সম্পত্তির অধিকার রক্ষা করা যাতে বাজারী বিনিময় ব্যবস্থায় অন্তরায় সৃষ্টি না হয়; একটি নিয়ন্ত্রণমূলক অনুশাসন চালু করা যাতে অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতার ভিত্তি সুদৃঢ় হয়; বলিষ্ঠ অর্থনৈতিক নীতি গ্রহণ করা যাতে বাজার অর্থনীতির জন্য সুদৃঢ় পরিবেশ

Scanned with CamScanner

সৃষ্টি হয় এবং দুর্নীতির অবসান যাতে সরকারী সংস্থাগুলির বাজার অর্থনীতির সমর্থনের একটি বৈধতার বাতাবরণ তৈরী হয়। একটু লক্ষ্য করলে দেখা যাবে বিশ্বব্যাংক সুশাসনের যে সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেছে, তার পেছনে উদ্দেশ্য হল বাজার অর্থনীতির যথাযথ প্রসারের জন্য একটি পরিবেশ তৈরী করা।

অপরদিকে United Nations Development Programme (UNDP) ও Commission on Global Governance সুশাসনকে ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখেছিল। UNDP-এর মতানুসারে সুশাসনের উদ্দেশ্য হল অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক কর্তৃত্বের এমনভাবে প্রয়োগ যাতে যে কোন দেশের বিভিন্ন স্তরের সমস্যাসমূহের যথাযথ সমাধান হয়। আবার, অন্যদিকে, সুশাসনের লক্ষ্যই হল রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠান এবং পদ্ধতির মাধ্যমে নাগরিকগণ ও বিভিন্ন গোষ্ঠী যেন তাদের দাবীগুলিকে সংগঠিত করতে পারে, নিজেদের আইনগত অধিকার প্রয়োগ করতে পারে, স্বীয় কর্তব্য পালন করতে পারে এবং নিজেদের মধ্যে মতপার্থক্য দূর করতে পারে। পাশাপাশি, Commission on Global Governance-এর মত অনুযায়ী, সুশাসন হল মুখ্যত সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলির কার্যনির্বাহ করার বিভিন্ন পদ্ধতির সামগ্রিক রূপ। এটি একটি ধারাবাহিক পদ্ধতি যার মাধ্যমে পরস্পরবিরোধী ও বিভিন্ন ধরনের স্বার্থের মধ্যে সমন্বয় বিধান করা হয় এবং সহযোগিতার পথ প্রশস্ত করার চেষ্টা করা হয়। সুশাসন এমন একটি ব্যবস্থা যেখানে আইনানুগ প্রতিষ্ঠান ও অনুশাসনের মাধ্যমে জনগণের সম্মতি নিশ্চিত করা হয়, তেমনি জনগনের স্বার্থরক্ষাকারী, অথচ আইনানুগ নয়, প্রতিষ্ঠানসমূহকেও স্বীকৃতি জানানো হয়। একটু লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, বিশ্বব্যাংক এবং সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ প্রদত্ত সুশাসনের সংজ্ঞার পেছনে ছিল দুটি ভিন্ন ধরনের অর্থনৈতিক আদর্শ। বিশ্বব্যাংক যদি পরিচালিত হয়ে থাকে বিশ্বজুড়ে বাজার অর্থনীতির প্রসারণের সম্ভাবনা দ্বারা, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ সচেষ্ট হয়েছিল সুশাসনের একটি ব্যাপকতর সংজ্ঞা দিতে যার মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় ও অ-রাষ্ট্রীয় সংস্থাসমূহের দায়বদ্ধতার এবং গণতন্ত্রীকরণের প্রয়োজনীয়তাকেও গুরুত্ব দেওয়া হবে। থমাস জি. ওয়াইসের (Thomes G. Weiss)-এর ভাষায়, "Whereas the original debate about good governance was cast as the antithesis of state dominated economic and social development of previous decades, today's is less about jettisoning state institutions than improving and reforming the functioning of democratic institutions, including the deepening of democracy and exploring more active and creative role for non-state actors"। অর্থাৎ, বিগত দশকে রাষ্ট্রপরিচালিত অর্থনীতি ও সমাজনীতির সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী হিসেবেই সুশাসনের আলোচনা শুরু হয়েছিল। আজ কিন্তু এই আলোচনা যত না রাষ্ট্রকে দূরে সরিয়ে দেওয়ার কথা বলে, তার চেয়ে অনেকবেশী আলোচনা

Scanned with CamScanner

করে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোর উন্নয়ন ও সংস্কার নিয়ে, এবং গণতন্ত্রকে কিভাবে আরও গভীর প্রোথিত করা যায় বা অরাষ্ট্রীয় সংস্থাকে কিভাবে আরও সক্রিয় এবং সৃজনশীল করে তোলা যায় তা নিয়ে। উল্লেখ্য, বিশ্বব্যাংক পরবর্তীকালে যেমন রাষ্ট্রের ভূমিকাকে স্বীকার করেছে, তেমনি সাম্য ও উন্নয়নের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনের গুরুত্ব ও মেনে নিয়েছে।

পাশাপাশি, মেহবুব-উল-হকের বা রিচার্ড ফাকের (Richart Falk) 'মানবিক সুশাসন' (Human Governance)-এর ধারণাও জনপ্রিয় হয়েছে। মেহবুব-উল-হক মানবিক সুশাসন বলতে বুঝিয়েছেন "those structures and processes that support the creation of a participatory, responsive and accountable policy ..... embedded in a competitive, non-discriminatory, yet equitable economy..... This requires the resources contributed by people to be ploughed back to serve their own basic human needs, which will in turn expand the opportunities open to them ; people must be able to salf-organise"। এই সংজ্ঞা অনুসারে মানবিক অনুশাসন সেই কাঠামো ও প্রক্রিয়াগুলোকে বোঝায় যা নাকি অংশগ্রহণকারী, প্রতিবেদনশীল ও দায়িত্বশীল, যা নিহিত আছে প্রতিযোগিতামূলক, বৈষম্যহীন অথচ পক্ষপাতহীন অর্থনীতির মধ্যে। আর, এর জন্য দরকার জনগণের থেকে যে সম্পদ আহৃত হয়েছে তা তাদেরই ন্যূনতম চাহিদা মেটানোর জন্য তাদেরই কাছে ফিরিয়ে দেওয়া। এর ফলে সাধারণ মানুষের সুযোগা সুবিধা যেমন বাড়বে, তেমনি তারা নিজেদের সংগঠিত করতে পারবে। অর্থাৎ, মেহবুব-উল-হকের মানবিক সুশাসনের ধারণাটি রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও পৌর সুশাসনের একটি সমাহার। অপরদিকে, রিচার্ড ফকের বক্তব্য অনুযায়ী মানবিক সুশাসনের ধারণাটি মুখ্যত দাঁড়িয়ে আছে 'নীচ থেকে বিশ্বায়নের' (Globalization from below) ধারণার ওপর। ফকের মতে, বিভিন্ন গণতান্ত্রিক শক্তিকে যদি সঠিকভাবে পরিচালনা করা যায়, তাহলে মানবিক সুশাসনের প্রতিষ্ঠা অসম্ভব নয়। ফক 'মানবিক সুশাসনের' নয়টি নীতির বা আদর্শগত (normative) দিকের উল্লেখ করেছেন ঃ যুদ্ধ পরিহারকরণ (renunciation of war), মানবাধিকারের স্বীকৃতি, মানবগোষ্ঠীর এজমালী উত্তরাধিকার (Common heritage of mankind), ধারণযোগ্য উন্নয়ন, (sustainable development), বিশ্বজোড়া সাধারণ মানুষের ব্যবহার্য সম্পদ (Global commons), সংরক্ষণ, ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য চিন্তা, দায়বদ্ধতা, অভিযোগ বিধানের ব্যবস্থা ও বিশ্বজনীন গণতন্ত্র। এ মত অনুযায়ী বিশ্বায়নের অপ্রতিরোধ্য গতিময়তার পরিপ্রেক্ষিতে 'মানবিক সুশাসন' গণতন্ত্রের কার্যসূচীকে সামনে রেখে এক নতুন ধরনের ও উন্নতমানের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা করতে চায়।

এখানে যে প্রশ্নটি অপরিহার্য হয়ে ওঠে, তা হল ঃ বিশ্বায়নের পটভূমিতে 'বিশ্ব

Scanned with CamScanner

সুশাসনের' (Global Governance) প্রয়োজনীয়তা কি? কেওহান ও নাই-এর মতে, বিশ্বায়নকে পরিচালনা করার পদ্ধতিটি হল বিশ্ব সুশাসনের মূল লক্ষ্য। টমাস ওয়াইসের মতে, বিশ্ব সুশাসন হোল প্রধানত একটি 'heuristic device' যার মাধ্যমে বিশ্বায়নের পরিপ্রেক্ষিতে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে যে অনিশ্চিত এবং বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে, তাকে নিয়ন্ত্রণ করা। বিশ্ব সুশাসনের সংজ্ঞা হিসেবে তিনটি ধারার উল্লেখ করা যায় ঃ প্রথমতঃ, জেমস্ রোসেনাউয়ের মত অনুযায়ী বিশ্ব সুশাসন হল এমন একটি সর্বব্যাপী প্রবণতা যেখানে 'major shifts in the location of authority, and the site of control mechanisms are under way on every continent, shifts that are as pronounced in economic and social systems as they are in political system"। অর্থাৎ, কর্তৃত্বের অবস্থান বা নিয়ন্ত্রক ব্যবস্থার জায়গা পরিবর্তনের ধারা দেখা যাচ্ছে বিভিন্ন মহাদেশ জুড়ে— আর, এই প্রবণতা যেমন দেখা যাচ্ছে অর্থনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থায়, তেমনি প্রতিফলিত হচ্ছে রাজনৈতিক ব্যবস্থাতেও। তার মতে, বিশ্বায়নের ফলে যে অর্থনৈতিক অখণ্ডতা ও রাজনৈতিক ও সামাজিক বিভাজনের (fragmentation) প্রবণতা দেখা দিয়েছে, এবং এর ফলশ্রুতি হিসেবে কর্তৃত্বের অবস্থানের পরিবর্তন লক্ষ করা যাচ্ছে, সেই পরিপ্রেক্ষিতেই বিশ্ব-সুশাসনের ধারণা জন্ম নিয়েছে। তার মতে, বিশ্ব সুশাসনের ধারণাটি "refers to more than the formal institutions and organizations through which the management of international affairs is or is not sustained.....(it) is conceived to include systems of rule at all levels of human activity..... in which the pursuit of goals through the exercise of control has transnational repercussions"। অন্যভাবে বলা চলে, বিশ্বসুশাসন আন্তর্জাতিক সম্পর্কের পরিচালন ব্যবস্থা বজায় রাখার জন্য আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক সংগঠনের সমাহার নয়। এটি হচ্ছে অতিরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারে এমন যেকোন মানবিক কার্যাবলী ও তার বিভিন্ন স্তরে যে নিয়মানুগ ব্যবস্থা হচ্ছে তাদের সকলকেই নিজ এক্তিয়ারভুক্ত করে। বিশ্ব-সুশাসনের এই ব্যাপকতার কথা মনে রেখে বিশ্ব-সুশাসনে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার বাইরে অ-রাষ্ট্রীয় সংস্থাসমূহের ক্রমবর্ধমান গুরুত্ব দেখে এবং বিশ্বপর্যায়ে বিশ্বরাষ্ট্র বা সর্বনিয়ন্তা কোন বিশ্বসংস্থার আবির্ভাবের ক্ষীয়মাণ সম্ভাবনা স্মরণে রেখেই তাঁর এবং জিমপিয়েল (Czempiel) সম্পাদিত বইটির নাম রেখেছিলেন 'Governance without Government'।

অপরদিকে, The Group of Lisbon (১৯৯৭) বিশ্ব সুশাসনের নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলো উল্লেখ করেছেন ঃ এক, বিশ্ব সুশাসনের স্থাপত্য হবে বহুমুখীন— বিশ্বব্যবস্থার বৈচিত্র্যের সমন্বয় বিধান ও এই বিভিন্নতার স্বীকৃতি ভিন্ন বিশ্ব-সুশাসন প্রতিষ্ঠা অবাস্তব। দুই, আন্তর্জাতিক সংগঠন এবং আন্তর্জাতিক অনুশাসনের (regime) স্তরে পারস্পরিক

Scanned with CamScanner

সহযোগিতা ও যৌথ সিদ্ধান্তগ্রহণের সম্ভাবনার ওপর দাঁড়িয়ে আছে বিশ্ব সুশাসনের ধারণা ও চেতনা। তিন, বিশ্ব-সুশাসনের ধারণা শুধুমাত্র বিশ্ব পর্যায়ে বহুমুখিনতাকে স্বীকার করার পাশাপাশি স্থানীয় (local) স্তরের সমস্যা ও সমস্যা সমাধানের প্রক্রিয়াকেও সমান গুরুত্ব দিতে হবে। চার, বিশ্ব সুশাসন আন্তঃরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় রাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতার ওপর যে গুরুত্ব দেওয়া হত, তার ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে। পাঁচ, বিশ্ব-সুশাসন রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের পুনর্গঠন ও নূতন ধরনের প্রতিষ্ঠান প্রবর্তনের ওপর গুরুত্ব দেয়। কারণ, বিশ্বায়নের যুগে যে কোন নীতিই বিশ্বব্যবস্থার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। ছয়, বিশ্ব-সুশাসন ব্যক্তিমালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান ও সরকারী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে অংশীদারিত্বের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে। সাত, বিশ্ব-সুশাসনের নৈতিক ভিত্তি দাঁড়িয়ে আছে, কান্টের (Kant) 'Perpetual Peace'-এ উল্লিখিত তিনটি পালনীয় বিধির ওপরে— রাষ্ট্রের মধ্যে এবং রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে আইনের অনুশাসন বজায় থাকলে শান্তি অক্ষুণ্ণ থাকে; বিশ্ব রাজনীতিতে বিশ্ব রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তা আছে, এমন নয়— যা দরকার তা হল আন্তর্জাতিক আইনের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় আচরণের নিয়ন্ত্রণ; এবং, একটি বিশ্বসমাজ গড়ে উঠবে 'বিশ্বজনীন সংবিধানের মাধ্যমে যেখানে 'বিশ্বজনীন অধিকার' স্বীকৃত হবে ('cosmopolitan constitution' with 'cosmopolitan right')। এই দুই ধারার পাশাপাশি বিশ্ব-সুশাসন সম্পর্কে আরেকটি তৃতীয় ধারা রয়েছে যার মূল বক্তব্য হল, ক্রেগ মারফির (Craig N. Murphy) ভাষায়, "Global governance is more a site, one of many sites, in which struggles over wealth, power and knowledge are taking place"। অর্থাৎ, বিশ্ব সুশাসন হল এমন এক সংঘাতের ক্ষেত্র যেখানে সম্পদ, ক্ষমতা ও উত্থানের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে ক্রমান্বয়ে সংঘর্ষ চলছে। এই ধারণা অনুযায়ী, বিশ্ব-সুশাসন প্রধানত একটি সংঘাতের ক্ষেত্র যেখানে একদিকে রয়েছে ধনতন্ত্রের অবাধ অগ্রগতি আর অপরদিকে রয়েছে বাজার-পরিচালিত দারিদ্র্যের ও বিশ্বজোড়া সাধারণ মানুষের প্রান্তিকীকরণের (marginalisation) ক্রমবর্ধমান ব্যাপকতা।

বিশ্ব-সুশাসনের ধারাটি আন্তর্জাতিক সম্পর্কের নিম্নোক্ত তিনটি ক্ষেত্রে নতুন ধারণা ও ভাবনা-চিন্তার সূচনা করেছে— যদিও এর প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই আরও গবেষণার অবকাশ আছে। প্রথমতঃ, বিশ্ব-সুশাসন আন্তর্জাতিক স্তরে কতখানি গণতন্ত্রীকরণের আবহাওয়া সৃষ্টি করেছে? সকলেই এ ব্যাপারে একমত যে, আন্তর্জাতিক স্তরে একটি 'গণতান্ত্রিক ঘাটতি' (democratic deficit) রয়েই গেছে। দুটি ভিন্ন মত এর মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে— একটি গোষ্ঠী মনে করেন, আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে যে গনতান্ত্রিক ঘাটতি দেখা যাচ্ছে, তা সংস্কারের মাধ্যমে দূর করা যেতে পারে; কিন্তু সঠিক রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাবই এই ঘাটতি দূরীকরণের পক্ষে প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। অন্য আর একটি গোষ্ঠী মনে করেন, ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের মতো

Scanned with CamScanner

একটি আঞ্চলিক বা অতিজাতীয় (supranational) সংস্থার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক স্তরে গণতান্ত্রীকরণ অনেকটাই দুঃসাধ্য। কারণ, তারা মনে করেন, গণতন্ত্র সার্থক হয় একটি রাজনৈতিক গোষ্ঠীর নিজস্ব জাতীয় রাষ্ট্রের গণ্ডীর মধ্যে— এর বাইরে যে রাজনৈতিক স্থানের (space) কথা বলা হচ্ছে, তা এখনও পর্যন্ত সৃষ্টি হয়েছে কিনা, তা নিশ্চিত করে বলা শক্ত। জাতীয় রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণের বাইরে সুশাসনের সম্ভাবনা বা গণতন্ত্রীকরণের প্রচেষ্টা কতখানি সম্ভব হবে, তা নির্দিষ্টভাবে বলা এখনই খুবই কঠিন। দ্বিতীয়তঃ, বিশ্ব-সুশাসন ও বিশ্বায়নের ফলে রাজনৈতিক বিভাজনের পারস্পরিক সম্পর্ক মূলত দুই ধরনের প্রতিক্রিয়ার জন্ম দিয়েছে। একদিকে বিশ্বায়নের ফলে ও এই ধারার বাহক আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের বিরুদ্ধে বিভিন্ন স্তরে বিক্ষোভের জন্ম দিয়েছে— বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার প্রতিটি মন্ত্রীস্তরের সম্মেলনে বিশ্বায়ন বিরোধীদের প্রতিবাদ ও বিক্ষোভের পেছনে রয়েছে তথাকথিত বিশ্ব-সুশাসনের প্রতিষ্ঠানগুলির বিরুদ্ধে সংশয় ও অবিশ্বাস। অপরদিকে, বিশ্বায়নের পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্ব-সুশাসনের অতিরাষ্ট্রীয় সংস্থার প্রতি আনুগত্যের পরিবর্তে সৃষ্টি হয়েছে আঞ্চলিকতাবাদের (regionalism)। এর পিছনে যে কারণগুলি রয়েছে, তা হল ঃ আঞ্চলিক সংগঠনের স্থাপনের মাধ্যমে বিদেশী মূলধন আনার সম্ভবনাকে উজ্জ্বল করা; অঞ্চলের কার্যকারীতা (functionality of regions) সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি পাওয়া এবং আঞ্চলিক ঐক্যের মধ্যে অর্থনৈতিক ঝুঁকি কমার সম্ভাবনা সম্পর্কে বিশ্বাসী হওয়া।

তৃতীয়তঃ, অপর যে প্রশ্নটি বিশ্ব সুশাসনকে কেন্দ্র করে উঠে এসেছে, তা হল ওয়েষ্টফেলিয় ব্যবস্থার বিবর্তন কি আন্তর্জাতিক ব্যবস্থাকে কতখানি পরিবর্তন ঘটাতে সক্ষম হয়েছে? রোসেনাউ ও জিমপিয়েল যতই 'governance without government'-এর কথা বলুন না কেন, আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে জাতীয় সরকার তথা রাষ্ট্রের ভূমিকা এখনও অনস্বীকার্য। অপরদিকে, ইউরোপীয় ইউনিয়নকে 'supra nationalism' -এর একটি প্রতিরূপ বা মডেল হিসেবে চিহ্নিত করলেও, আন্তঃরাষ্ট্র স্তরে, বিশেষত উন্নয়নশীল দেশে এই ধরনের 'অতি-জাতীয়' সংস্থা গড়ে ওঠেনি বা এখনও পর্যন্ত গড়ে ওঠার সম্ভাবনাও খুবই কম বলে মনে করা হচ্ছে। বিশ্ববাণিজ্য সংস্থা বা আন্তর্জাতিক ফৌজদারী বিচারালয়ের (International Criminal Court) প্রতিষ্ঠা বিশ্ব-সুশাসন প্রতিষ্ঠার ইঙ্গিত বলে কেউ কেউ মনে করলেও, জাতীয় রাষ্ট্র গুরুত্বহীন হয়ে পড়েছে, একথা বলা বেশ কঠিন। ওয়েষ্টফেলিয় ব্যবস্থা থেকে অতিজাতীয়তাবাদে উত্তরণের পথে বিশ্ব-সুশাসনকে মনে করা হচ্ছে একটি রূপান্তরের পর্যায়— আর এই রূপান্তরকে মসৃণ করে তোলার জন্য বিশ্ব সুশাসনের প্রয়োজন। এই নিয়েই একদল বিশেষজ্ঞ প্রশ্ন তুলেছেন "To what extent those who shape global public policies accountable to those affected by their decisions? Are the

Scanned with CamScanner

accountability deficits in global policy making a serious obstacle to its effectiveness and legitimacy? And what can realistically be done to reduce these deficits?" অর্থাৎ প্রশ্ন হচ্ছে ঃ যারা পৃথিবীজোড়া মানুষের জন্য নীতি তৈরী করেছেন, তারা কতখানি এই নীতিদ্বারা প্রভাবিত হবেন, বা তাদের প্রতি দায়বদ্ধ? বিশ্ব জননীতি প্রণয়নে এই দ্বায়বদ্ধতার ঘাটতি কি এই নীতির কার্যকারিতা ও বৈধতার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়? এই ঘাটতি দূরীকরণে বাস্তবে কি করা যায়? এই উদ্দেশ্য নিয়ে ডেভিড হেলড্ (David Held) ও ম্যাথিয়াস কোয়েনিগ-আরচিবুগী (Mathias Koenig – Archibugi) তাদের সম্পাদিত Global Governance and Public Accountability গ্রন্থে বিভিন্ন দিক থেকে বিশ্ব-সুশাসনের সমস্যা ও এই পদ্ধতিতে বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় ও অ-রাষ্ট্রীয় সংস্থার ভূমিকা আলোচনা করেছেন মূলত দায়বদ্ধতা ও গণতান্ত্রিক ঘাটতির পরিপ্রেক্ষিতে। ডেভিড হেলড্ সমাধান সূত্র হিসেবে বহুস্তরীয় নাগরিকত্ব ও বিশ্বজনীন বহুমুখিনতার মাধ্যমে বিশ্ব-সুশাসনের ক্ষেত্রে দায়বদ্ধতার ও বৈধতার সমস্যার সমাধানের পথ খুঁজেছেন।

এর পাশাপাশি বিশ্ব-সুশাসনের স্বরূপ নিয়েও বিশেষজ্ঞদের মধ্যে সাম্প্রতিক কালে বিভেদ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এ্যান মেটে কাজেয়ার (Anne Mette Kjaer) চার ধরনের দৃষ্টিভঙ্গীর উল্লেখ করেছেন ঃ প্রথমতঃ, স্টিফেন ক্রেসনার, কেনেথ ওয়ালটজ্ বা জন মেয়াবশহাইমার মতন নয়াবাস্তববাদীগণ মনে করেন বিশ্বায়নের ব্যাপকতা নিয়ে যতই উল্লাস প্রকাশ করা হোক না কেন, আন্তর্জাতিক দুনিয়ায় যে নৈরাজ্য ঐতিহাসিক ভাবে ছিল, তার কোন পরিবর্তন হয়নি— এই পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্ব-সুশাসনের ধারণা কখনই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। এই মতানুসারে, শক্তিসাম্যের মাধ্যমে এবং রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে মৈত্রী স্থাপনের মধ্য দিয়েই আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে স্থায়িত্ব বজায় রাখা সম্ভব। অর্থাৎ, নয়াবাস্তববাদীদের কার্যসূচীতে বিশ্বসুশাসনের কোন জায়গা নেই। দ্বিতীয়তঃ, বহুত্ববাদীরা মনে করেন, বিশ্বসুশাসনের মূল ভিত্তি হতে পারে আন্তর্জাতিক আইন ও রাষ্ট্র কর্তৃক গৃহীত আন্তর্জাতিক বিধিসমূহ। তাদের মতে, একথা ঠিক যে, অতীতে আন্তর্জাতিক আইন ও বিধিব্যবস্থা অনেক সময়েই জাতীয় স্বার্থের কাছে পরাজিত হয়েছে, কিন্তু সংকটের অবসানে হয় পুরনো আইন ও বিধিই আবার নিজ জায়গায় ফিরে এসেছে অথবা নতুন আইন ও বিধি তৈরী হয়েছে যাদের উদ্দেশ্যই হল আন্তর্জাতিক সংঘাতের শান্তিপূর্ণ সমাধান। অর্থাৎ, বহুত্ববাদীরা মনে করেন, আন্তর্জাতিক আইন, অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করা বা রাষ্ট্রীয় স্তরে আলোচনার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক স্তরে সহযোগিতার পথ সুগম করা সম্ভব। এই মত অনুযায়ী, বিশ্ব-সুশাসনের ধারণাটি সবসময়ে যে যথার্থ কার্যকরী হবে, তা নয়, তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই ধারণাটি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে গুরুত্ব পাবে। এখানে উল্লেখ্য, কাজেয়ার যাদের বহুত্ববাদী বলে অভিহিত করেছেন— যেমন হেডলী বুল, রবার্ট জ্যাকসন (Robert Jackson) তারা প্রধানত English School বা International

Society School-এর প্রবক্তা। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে যারা বহুত্ববাদী বলে পরিচিত, তারা বিশ্ব-সুশাসনকে বহুলাংশেই পারস্পরিক নির্ভরশীলতার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হিসেবেই ভাববেন। যেমন, রবার্ট কেওহানের মতে, যেহেতু বিশ্বসুশাসনের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় ও অরাষ্ট্রীয় সংস্থাসমূহ সমান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, সেহেতু বিশ্ব পর্যায়ে ব্যাপক ভাবে আন্তর্জাতিক আইন ও বিধিব্যবস্থার প্রয়োগ সম্ভব তখনই যখন "the principal issues pit the state against the enterprise, rather than the state against the state with the enterprise only as a willing or unwilling intermediary"। অর্থাৎ, কেওহান মনে করতেন রাষ্ট্র-রাষ্ট্র সংঘাত ও তার সঙ্গে উদ্যোগের ইচ্ছা বা অনিচ্ছাকৃত অংশগ্রহরে চেয়ে রাষ্ট্র-উদ্যোগ সংঘাত অনেক বেশী আন্তর্জাতিক আইন ও বিধিব্যবস্থার প্রয়োগে সাফল্য পায়। আবার বিশ্বসুশাসনের কার্যকরী সমাধানের জন্য প্রয়োজন "political entrepreneurs with both the capacity and the incentives to invest in the creation of institutions and the monitoring and enforement of rules"। পাশাপাশি প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি ও আন্তর্জাতিক আইন প্রণয়ন এবং প্রয়োগে রাজনৈতিক উদ্যোক্তাদের ক্ষমতা এবং উৎসাহদানই বিশ্বসুশাসনের অন্যতম প্রয়োজনীয় উপাদান। তৃতীয়তঃ, উদারনীতিবাদে বিশ্বাসী বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন, আন্তর্জাতিক অনুশাসনের (regime) মাধ্যমেই বিশ্ব-সুশাসনের প্রবর্তন সম্ভব। কিন্তু সুশাসন প্রবর্তন করতে হবে অতিজাতীয় স্তর থেকে — এবং, এই সুশাসন ক্রমান্বয়ে জাতীয় ও জাতীয় স্তরের নিম্নদেশেও (sub-national) চালু করতে হবে। এই মতের সমর্থকগণ বিশ্ব-সুশাসনের যে দিকগুলি তুলে ধরেন সেগুলি হল ঃ দক্ষতা (efficiency), ক্রমবর্ধমান জটিলতা ও বিক্ষিপ্ত এবং বহুধরনের কর্তৃত্বের মাঝে যথার্থ পথনির্দেশের সমস্যা, এবং সামাজিক ন্যায়বিচার ও বৈধতার সমস্যা। সবশেষে, ডেভিড হেলড্, রিচার্ড ফক্ প্রমুখ বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন, বিশ্বসুশাসন তখনই যথার্থ হয়ে ওঠে যখন এই 'সুশাসন' প্রকৃত গণতান্ত্রিক হয়ে ওঠে। এরা মূলত "বিশ্বজনীন গণতন্ত্রের' উল্লেখ করেন যার মুখ্য প্রাতিষ্ঠানিক বৈশিষ্টগুলো হল ঃ

— "strengthening and democratizing..... regions of the world to give them independent administrative and political resources" ;

— "a strengthened global level with resources independent from the states and more administrative capacity ;

— "civil society to be represented in an elected global parliament with consultative power";

— "International court of justice and of human rights, and a criminal court with compulsory juristiction and sanctionary powers";

Scanned with CamScanner

— "growing shift of coercive capacity from nation-states to regional and global institutions, and the establishment of a standing and accountable international military force" ; এবং

— "reform of the UN Security Council to include more states and removal of veto-power."

তাহলে বিশ্বজনীন গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠানিক বিশিষ্ঠতা এইরকম ঃ

(এক) পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলকে শক্তিশালী ও গণতান্ত্রিকরণ করতে হবে যাতে তাদেরকে স্বাধীন প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক উপকরণ দেওয়া যায়।

(দুই) বিশ্বস্তরের প্রতিষ্ঠান এতটা শক্তিশালী হবে যাতে সেটি রাষ্ট্রসমূহ থেকে স্বাধীন থাকতে পারে এবং অনেক বেশী প্রশাসনিক ক্ষমতা অধিকারী হয়।

(তিন) পরামর্শদানের ক্ষমতাসম্পন্ন নির্বাচিত একটি বিশ্বসংসদ তৈরী হবে যেখানে পৌরসমাজের প্রতিনিধিত্ব থাকবে।

(চার) বাধ্যতামূলক এক্তিয়ারসম্পন্ন ও শাস্তিপ্রদানের ক্ষমতা সম্পন্ন আন্তর্জাতিক বিচারালয় থাকবে যেটি মানবাধিকার সংক্রান্ত বিষয় বিচার করবে এবং একটি আন্তর্জাতিক দেওয়ানি আদালত প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

(পাঁচ) জাতীয় রাষ্ট্রের হাত থেকে বলপ্রয়োগের ক্ষমতা ক্রমবর্ধমান হারে আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সংগঠনের কাছে হস্তান্তর করতে হবে এবং একটি স্থায়ী ও দায়িত্ববদ্ধ আন্তর্জাতিক সামরিক বাহিনী প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

(ছয়) সদস্যসংখ্যা বাজিয়ে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদের সংস্কার সাধন করতে হবে এবং ভিটো দানের ক্ষমতার অবসান ঘটাতে হবে।

এই গণতান্ত্রিক বিশ্ব-সুশাসনের প্রস্তাবের মধ্যে রয়েছে একদিকে নির্বাচনের মাধ্যমে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের একটি দ্বিতীয় কক্ষের প্রতিষ্ঠা এবং আন্তর্জাতিক স্তরে অ-রাষ্ট্রীয় সংস্থাসমূহের আরও পরিচ্ছন্নতা এবং দায়বদ্ধতার সুপারিশ। বিশ্বায়নের যুগে বিশ্ব-সুশাসনের প্রয়োজনীয়তা নিহিত আছে নিম্নোক্ত কারণের মধ্যে। প্রথমতঃ; বিশ্ব জুড়ে অর্থনৈতিক স্থায়িত্ব বজায় রাখা, সংক্রামক রোগসমূহ দূরীকরণ, দারিদ্র্য ও যুদ্ধের কারণে সাধারণ মানুষের দেশান্তরী হওয়া বা এই ধরনের সমস্যার সমাধান না করলে মানবিক নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবে। দ্বিতীয়তঃ, বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে সহযোগিতার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক পারস্পরিক নির্ভরশীলতা বাস্তবায়নের চেষ্টা সর্বত্র সমান ফলদায়ী হয়নি। তৃতীয় বিশ্বে আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের বিভিন্ন কার্যাবলী সুফলদায়ী হয়েছে, এ কথা বলা কঠিন। আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার, বিশ্বব্যাংক বা বিশ্ববাণিজ্য সংস্থা বিভিন্ন সময়ে যে সিদ্ধান্ত নেয় তা যে কোন দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে গভীর প্রভাব রেখে যায় — স্বাভাবিকভাবে, এই ধরনের প্রতিষ্ঠানগুলি বিশ্বসুশাসনের সার্থকতার জন্য প্রয়োজনীয় দায়বদ্ধতা, স্বচ্ছতা

Scanned with CamScanner

ও বৈধতার মাপকাঠি এড়াতে পারে না। তৃতীয়তঃ, এই একই কথা সমানভাবে প্রযোজ্য আন্তঃরাষ্ট্রীয় ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলি সম্পর্কে বা বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় সংস্থা সম্পর্কে, কারণ বিশ্বায়ন ও যোগাযোগ ব্যবস্থায় বিপ্লবের ফলে বিভিন্ন ধরনের রীতিসিদ্ধ ও রীতিবহির্ভূত সম্পর্কের জাল গড়ে ওঠে— এরা যেমন বিশ্ব-সুশাসনের ভিত্তি তৈরী করে, তেমনি "they also represent sites of power that may elude traditional forms of democratic oversight"। আর, এই সমস্যাই তৈরী করে গণতান্ত্রিক ঘাটতির— যা এই মুহূর্তে গণতান্ত্রিক বিশ্ব-সুশাসনের সমর্থকদের সবচেয়ে বড় সমস্যাপট।

বিশ্ব-সুশাসনের আলোচনার উপসংহার হিসেবে বলা দরকার যে, সাম্প্রতিক বিশ্ব-সুশাসনের তত্ত্বের দুটি দিক আছে— একটি হল রাষ্ট্রীয় ও অরাষ্ট্রীয় সংস্থাগুলো কিভাবে আন্তর্জাতিক আইন ও বিধি পালনে সম্মত হয় সেদিকে নজর দেওয়া, অপরদিকে, আরেক দলের লক্ষ্য হল কিভাবে বিশ্বজোড়া বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করা যায় তার জন্য সচেষ্ট হওয়া। এর পাশাপাশি আরেকটি প্রবণতা হোল কিভাবে বিশ্বজনীন গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা যায়। কিন্তু সমস্যা হোল বিশ্বজুড়ে বহুবিভক্ত কর্তৃত্ব ও বহু ক্ষমতার কেন্দ্রের উপস্থিতিতে এই ধরনের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা সম্ভব কিনা— আর তার পাশে রয়েছে রাষ্ট্রের উপস্থিতি যা এই সমস্যাকে আরও তীব্র করতে পারে। এ প্রসঙ্গে ডেভিড হেলডের বক্তব্য হল ঃ "States are hugely important vehicles to aid the delivery of effective public regulation, equal liberty and social justice, but they should not be thought of as ontologically privileged. They can be judged by how far they deliver public goods and how far they fail; for the history of states is, of course, marked not just by phases of corruption and bad leadership but also by most bruntal episodes. A system of democratic accountability relevant to our global age must have this as a starting point, and build a politically robust and ethically sound conception of the proper basis of political community, and of the relations among communities." অর্থাৎ, জনগণের জন্য কার্যকরী নিয়ম প্রণয়ন, ন্যায়বিচার ও সাম্য বজায় রাখার জন্য রাষ্ট্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, তাত্ত্বিক দিক থেকে রাষ্ট্রকে এ ব্যাপারে অগ্রাধিকার দিতে হবে। দেখতে হবে রাষ্ট্র কতটা যথার্থই জনগণের উপকার করতে পারে— আর, কতটা ব্যর্থ হতে পারে। ঐতিহাসিকভাবে, রাষ্ট্র শুধু দুর্নীতি বা খারাপ নেতৃত্বের সঙ্গেই জড়িত ছিল, তাই নয়, বহু নিষ্ঠুর ঘটনার সঙ্গেও রাষ্ট্র জড়িত ছিল। বিশ্বায়নের যুগে গণতান্ত্রিক দায়িত্ববোধের প্রাসংগিকতার সূচনা করতে হবে এখান থেকেই। তৈরী করতে হবে রাজনৈতিক ভাবে সুদৃঢ় ও নৈতিক ভাবে বলিষ্ঠ এক চেতনা যার ওপরে প্রতিষ্ঠিত হবে রাজনৈতিক গোষ্ঠী এবং বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে সম্পর্কের ভিত্তি।

Scanned with CamScanner